যুগান্তর

তারিখ 26 DEC 2000
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

৫৬

চবিতে শিবিরের হামলার নিন্দা প্রতিবাদ ৩টি মামলা দায়ের

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় উম্মত্ত হয়ে উঠেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। বিশ্ববিদ্যালয় ১নং গেটসহ ক্যাম্পাসের মোড়ে মোড়ে চলছে শিবির ক্যাডারদের পাহারা। তাদের উম্মত্ততার কারণে ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আতংকগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে শহর কিংবা বাড়িতে চলে যাচ্ছে। ফলে ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগেই ক্যাম্পাস প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। এদিকে রোববার ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের ওপর শিবির ক্যাডারদের হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনগুলো সোমবার থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের ডাক দিয়েছে। রোববারের ঘটনা তদন্ত এবং ক্লাস ও পরীক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সোমবার সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। তবে সোমবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বৈঠক চলছিল। রোববার রড ও লাঠি হাতে ছাত্রশিবির ক্যাডারদের আট দফা হামলায় সাংবাদিকসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্তত ৩০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও শিবিরের এ হামলা থেকে রেহাই পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সামনে এসব ঘটনা ঘটলেও তারা নীরব ভূমিকা পালন করেন। এদিকে হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগ কর্মীরা হাটহাজারী থানায় সোমবার তিনটি মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান আলী, শহীদ আবদুর রব হলের সভাপতি জাকির হোসেন, শাহজালাল হলের সভাপতি আরিফ মাইনুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবালসহ অন্তত ৪৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। রোববার প্রশাসনের সামনে হামলার ঘটনা ঘটার পর সোমবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আহতদের ব্যাপারে কোন খোঁজখবর নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে গুরুতর আহত সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক জমির উদ্দিন রাসেল সোমবার বলেন, প্রক্টর অফিসে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের সামনে হামলা চালানো হলেও এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের কোন খোঁজ নেয়া হয়নি। সোমবারও শিবির ক্যাডাররা রড, লাঠি ও ছুরি হাতে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঘোরাফেরা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ১নং গেটে শহর থেকে আসা গাড়িগুলোতেও তারা তল্লাশি চালিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। হামলার সময় প্রশাসনের নীরব ভূমিকার প্রতিবাদে উপাচার্য প্রক্টরের পদত্যাগ এবং আগের সাত দফা দাবিতে ছাত্রলীগ সোমবার থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মাজেদুর রহমান রাজু বলেন, ক্যাম্পাসকে পুরোপুরি শিবিরমুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি ছাত্রশিবিরকে মদদ দিতে থাকে তাহলে ক্যাম্পাসকে ডেইরি[illegible]

গ্রেফতার এবং প্রশাসনের নীরব থাকার ঘটনা তদন্তের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটও লাগাতার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এছাড়া এ পর্যন্ত ছাত্রশিবির কর্মীদের চালানো হামলার ঘটনাগুলোর পুনঃতদন্ত দাবি করা হয়েছে। ছাত্রশিবির ক্যাডারদের হামলার প্রতিবাদে সোমবার ছাত্র সংগঠনগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে। প্রগতিশীল ছাত্রজোট সোমবার বিকালে নগরীর বটতলী রেলস্টেশনে মিছিল সমাবেশ করেছে। ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি কাঞ্চন সরকারের সভাপতিত্বে ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক কলিন চাকমা, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি কামরুল ইসলাম প্রমুখ। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম চট্টগ্রাম জেলা শাখা ছাত্রী হলে শিবিরের হামলার প্রতিবাদে সোমবার নগরীর নিউমার্কেট এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। এছাড়াও শিবির ক্যাডারদের হামলায় দৈনিক জনকণ্ঠের ফটোসাংবাদিক এমরান হোসাইন আহত হওয়ার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।